যুগান্তর

তারিখ ... 17 SEP 2015
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২

পীরগঞ্জে ২৫ শিক্ষকের সিনিয়র স্কেলে বেতন নিয়ে তোলপাড়

আজ শিক্ষা ভবনে হাজিরের নির্দেশ

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি

পীরগঞ্জে কয়েকটি বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫ জন শিক্ষকের সিনিয়র স্কেলে বেতন এলেও ম্যানেজিং কমিটি বা প্রধানরা জানেন না। ওই বেতন ফেরতের জন্য ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে শিক্ষা ভবন থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আজকের মধ্যে কথিত সিনিয়র স্কেলভুক্ত শিক্ষকদের সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পীরগঞ্জের একটি সংঘবদ্ধচক্র স্বাক্ষর জালিয়াতির পর ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে সিনিয়র স্কেলে বেতন এনেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট ও অভিযোগে জানা গেছে, পীরগঞ্জের কয়েকটি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসায় গত মে ও জুলাই মাসের এপিএতে ২৫জন শিক্ষকের সিনিয়র স্কেলে বেতন আসে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো সভাও হয়নি। এমনকি প্রতিষ্ঠান প্রধান বা ম্যানেজিং কমিটিও জানে না। পীরগঞ্জের একটি চিহ্নিত চক্র প্রতিবছরই শিক্ষাবিষয়ক দুর্নীতি করে আসছে। তারাই এবারও সিনিয়র স্কেলে বেতন অন্তর্ভুক্ত করতে প্রতি শিক্ষকের কাছে ১ লাখ টাকা করে উৎকোচ নিয়েছে বলে জানা গেছে। চক্রটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ অন্যদের, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষর জালিয়াতির পর ভুয়া কাগজ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষা ভবন থেকে সিনিয়র স্কেলে বেতন করে এনেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ভবনের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও জড়িত বলে জানা গেছে। কথিত সিনিয়র স্কেলে বেতন আসার পর ওই শিক্ষকরা বেতন ভাতা উত্তোলনে প্রভাব বিস্তার করে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বেতন স্থগিত করা আছে। জানা গেছে, উপজেলার কলোনি বাজার নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিয়ার রহমান, কাউয়াপুকুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহবুবুল আলম, উত্তম কুমার মহন্ত, মদনখালী-কোচারপাড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হোসেন, শাহজাহান আলীসহ, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সিনিয়র স্কেলে বেতন এসেছে। এর মধ্যে মদনখালী-কোচারপাড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ২ শিক্ষকের বেতন স্থগিত রাখার পর চলতি সেপ্টেম্বর মাসে বেতন ছাড় করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মাদ্রাসাটির সুপার আহাদ আলী বলেন, উল্লেখিত শিক্ষকরা প্রভাব বিস্তার করে বেতন নিয়েছে। কাউয়াপুকুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম বলেন, স্কুলে কোনো সভা হয়নি। কীভাবে বেতন এসেছে জানিও না। তাই বেতন দেইনি।